তারিখ 29 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সংবাদ

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে না বাংলাদেশ

বিকল্প 'সার্ক'-এর কথা ভাবতে হবে

আসন্ন সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ১৯তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনটি আগামী ৯ ও ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে।

শুধু বাংলাদেশ একাই নয়, ভারত, আফগানিস্তান এবং ভুটানও সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে না। সার্কের বাকি সদস্য দেশগুলোর মনোভাব জানা না গেলেও ১৯তম শীর্ষ সম্মেলন দৃশ্যত স্থগিতই হয়ে গেল। এই সম্মেলন কবে বা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে বা আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কিনা সেটা কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি। অনেকে সার্কের ভবিষ্যৎ নিয়েও সন্দিহান হয়ে পড়েছেন।

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের যোগ না দেয়ার কারণ হচ্ছে কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলা। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বিকাশ স্বরূপ এক টুইট বার্তায় বলেছেন, সার্কের বর্তমান সভাপতি দেশ নেপালকে ভারত জানিয়েছে, এ অঞ্চলে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসী হামলা বেড়ে যাওয়ায় এবং সদস্য দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে একটি দেশের হস্তক্ষেপ বেড়ে যাওয়ায় এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা আসন্ন সম্মেলন আয়োজনের জন্য সহায়ক নয়। ভারতের এই সিদ্ধান্তকে পাকিস্তান দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছে। শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে না চাওয়া বাকি দেশগুলো এ নিয়ে কী বলেছে সেটা এখনও জানা যায়নি।

ইসলামাবাদে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ না দেয়ার পক্ষে ভারত যে যুক্তি দিয়েছে সেটা অগ্রাহ্য করা যায় না। সার্ক গঠিতই হয়েছিল আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পাকিস্তানের সঙ্গে সার্কের অন্য দেশগুলোর সম্পর্ক কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ বা সহযোগিতামূলক সেটা তারাই বলতে পারবে। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটির বন্ধুত্বের কোনো নমুনা আমরা কখনো দেখতে পাইনি, সহযোগিতারও কোনো লক্ষণও নেই। সম্প্রতি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কারণে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক তিক্ততাই হয়েছে। একেকজন শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীর দণ্ড কার্যকর হয়েছে আর এ তিক্ততা বেড়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দেশটি একাধিকবার তাদের ঘৃণিত নাক গলিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, দেশটির লক্ষ্যই হচ্ছে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা। এ দেশীয় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ, অর্থ ও অস্ত্রের জোগান, আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রকে যথার্থভাবে সরাসরি দায়ী করা হয়ে থাকে। একাত্তরে সংঘটিত অপরাধের জন্য পাকিস্তান আজও ক্ষমা চায়নি। এসব কারণে দেশের ভেতর থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিও উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলামাবাদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ না দেয়ার যে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে সেটাকে আমরা সঠিক মনে করি।

পাকিস্তান তার সন্ত্রাসবাদী নীতির কারণে এ অঞ্চলের বিষফোঁড়ায় পরিণত হয়েছে। একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বা সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রকে নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানো যাবে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। দেশটি যে সহসা তার সন্ত্রাসবাদী নীতি পরিত্যাগ করবে সে লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। আবার একটি দেশের জন্য এ অঞ্চলের বাকি দেশগুলো সহযোগিতার হাত গুটিয়ে রাখতে পারে না। আমাদের মত হচ্ছে, পাকিস্তান যতদিন মত না বদলায় ততদিন তাকে বাদ রেখে সার্ককে এগিয়ে নিতে হবে। সার্কে মায়ানমার বা অন্য কোন দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা যেতে পারে। মায়ানমারের রাজনৈতিক পরিবেশ এখন অনুকূলে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্টরা ভেবে দেখবেন– এটা আমাদের প্রত্যাশা।